খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.):

জীবনদর্শনের মূল কথা - স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা

ড. এম. এহ্ছানুর রহমান

১) ভূমিকা:

স্রষ্টা অনেক ভালোবেসে তাঁর সৃষ্টিকে সাজিয়েছেন এবং মানবকে সেরা সৃষ্টি মর্যাদা দিয়ে প্রতিনিধিরূপে ধরাবক্ষে প্রেরণ করেছেন। একারণে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক একদিকে যেমন অবিচ্ছেদ্য তেমনি সকল সৃষ্টের প্রতি মানবকুলের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে।

স্রষ্টার একান্ত প্রিয় সৃষ্টি হিসাবে পারস্পরিক সকলের প্রতি মর্যাদাপূর্ণ সহমর্মিতা, কল্যাণ কামনা ও সেবা প্রদান মানবকুলের একটি আবশ্যিক কর্তব্য। একইসাথে স্রষ্টার প্রতি তাঁর আনুগত্য ভালোবাসার যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তা অনুধাবন করে তাঁর নৈকট্য অর্জনের অব্যাহত প্রচেষ্টা অনন্ত স্রষ্টার প্রত্যাশা।

এই বহুমূখী দায়িত্ব, কর্তব্য, প্রত্যাশা ও আকাঙ্খার বিশ্লেষণ করেছেন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) তাঁর জীবনদর্শনে, আলাপচারিতায়, লেখনীতে এবং জীবনযাপনে। এই দর্শনের সারবস্তুকে তিনি ‘স্রষ্টার এবাদত এবং সৃষ্টের সেবা’ শিরোনামে আহ্ছানিয়া মিশনের মূলমন্ত্র হিসাবে উল্লেখ করেছেন। স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্কের এই দার্শনিক মূলমন্ত্রকে তিনি স্রষ্টার সাযুজ্য লাভের অন্যতম উপায় হিসাবে দেখেছেন। তাঁর জীবনদর্শনকে তাঁর লেখনীর আলোকে বিভিন্ন আঙ্গিকে এই প্রবন্ধে সংক্ষিপ্তাকারে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।[১]

২) সৃষ্টির মূলে প্রেম:

‘সৃষ্টির মূলে প্রেম’ এই অমোঘ উচ্চারণে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বে সৃষ্টজগত সম্পর্কে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) বলেছেন, “প্রেমময়ের প্রেম-সমুদ্র হইতে উদ্ভুত ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল”(সৃষ্টিতত্ত্ব)। মানবসৃষ্টি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, স্রষ্টা ইনছানকে নিজ হাতে গড়ে স্বীয় সত্ত্বার অংশ তাতে ফুকে দিয়েছেন, স্বীয় রঙে রঙাতে। স্রষ্টা চান সৃষ্ট মানব তাঁকে চিনুক, তাঁর বিদ্যমানতা উপলব্ধি করুক। তাঁর সহিত সংযোগ সৃষ্টি হোক, পরম শান্তির অধিকারী হোক। (আমার শিক্ষা ও দীক্ষা, পৃষ্ঠা: ২)। অন্যত্র বলেছেন, পরমাত্মার সহিত আত্মার পুনর্মিলন মানবের সর্বশেষ পরিণতি। (ছুফী, পৃষ্ঠা: ৮৮)। মোট কথা সৃষ্টির উদ্দেশ্য এই যে, মানব প্রেম বলে স্রষ্টার সান্নিধ্য হাছেল করে, ধরার বুকে তাঁহার অনন্ত শক্তির পরশ লাভ করে এবং প্রকৃতির মাঝে তাঁর অনন্ত মাহাত্ম্য অনন্ত জ্যোতির পরিচয় পেয়ে স্বীয় জীবনকে ধন্য মনে করে ও তাঁর সাথে যোগাযোগ সাধনে ব্রতী হয়। এখানে প্রেম বা মহব্বতকে একমাত্র মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এটি একটি সেতু স্বরূপ যার একপ্রান্তে প্রেমময় ও অপরপ্রান্তে প্রেমিক। প্রেমকে তিনি ইথার, বিদ্যুৎ ও মহাকর্ষণ সদৃশ একটি ‘আকর্ষণ ফোর্স’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যার উৎপত্তি প্রেমময়ের ‘জাতে’ নিহিত এবং সেখান হতে সমস্ত জগতে ছড়িয়ে পড়ে।

৩) সংযোগ সাধনের উপায়:

পরমাত্মা স্রষ্টার সাথে সৃষ্ট মানবাত্মার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। পরমাত্মা সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান। তিনি চৈতন্যময় - তাঁর চেতনাতে সকল সৃষ্টি সারাক্ষণ বিরাজমান। মানুষ তাঁকে স্মরণ করুক আর না করুক, তিনি তার সৃষ্টিকে অবিরত নজরে রাখছেন। সৃষ্ট মানুষের ক্ষেত্রে একই কথা। তিনি তাদের হৃদয় মধ্যেই অবস্থান করেন। তার কার্যকলাপ আবলোকন করেন এবং মঙ্গল কাজে সাহায্য করেন আর বান্দা যখন অন্যায়ে লিপ্ত হয় তখন দুঃখ পান।

---

[১] এই প্রবন্ধে উল্লেখিত বক্তব্য অধিকাংশই খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর লিখিত বই থেকে সংগৃহীত। যেসব বক্তব্য হুবহু তুলে ধরা হয়েছে সেগুলো কোটেশন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্যের সংক্ষিপ্তরূপ বা ভাবার্থ উল্লেখ করা হয়েছে।

খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা (র.) তাঁর ভক্তকে লিখেছেন এইভাবে, পরমাত্মা শক্তিস্বরূপ প্রতি পরমাণুতে বিদ্যমান। তুমি পরমাণু সমষ্টি, সুতরাং তোমাতেও বিদ্যমান। তুমি তাঁকে দেখ আর না দেখ। অন্য এক ভক্তকে লিখেছেন, খোদা-ই সর্বশ্রেষ্ঠ মুরশিদ। তিনি সকলের হৃদয় মধ্যে অবস্থিত। তাঁর জন্য যখন অস্থিরতা, ব্যাকুলতা আসবে তখনই দর্শন পাবে। এজন্য তার উপদেশ হচ্ছে, তাঁরই দয়া, তাঁরই নাম স্মরণ করে তাঁরই দাস হয়ে, তারই গোলাম হয়ে, তারই পায়ে নিজেকে সপে দিতে হবে। সিক্তলোচনে তাঁকে ডাকতে হবে। তাতেই নিজেকে ফানা করতে হবে। (ভক্তের পত্র, পৃষ্ঠা: ৮০, ৯৩, ৯৩, ৯৪, ৯৪)।

যদি বান্দার মধ্যে কেহ আশেক হয় তবে মূহুর্তের মধ্যে অসীম সত্তার অস্তিত্ব অতি সহজে উপলব্ধি করতে পারে। স্বীয় জ্ঞান হারিয়ে আধ্যাত্মিক বিদ্যুতে জড়িত হয়ে পড়ে এবং খোদার নূর সবখানে লক্ষ্য করে। খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা (র.) ভক্ত-সাধক সিরিজে তাঁর একজন ভক্তকে ঘিরে এরূপ একটি ঘটনার বর্ণনা এখানে উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা হল।

ঢাকার আরমানিটোলায় এক মিলাদ মাহফিলে গজল শুনে খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা (র.) এর একান্ত ভক্ত কাজী আব্দুল মোনয়েম (র.) তাঁর গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। পরে কাজী সাহেবকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি হঠাৎ দেখলাম যে, হজরত পীর কেবলা যেখানে বসে আছেন সেখান থেকে একটি বিরাট আলোর ডায়ামিটার জ্বলজ্বল করে উপরের দিকে উঠছে। তখন ওনার মানবীয় দেহ আর দেখছি না। সম্পূর্ণ নুরের আলোর স্তম্ভ দেখছি। এটা দেখে কোন মুহুর্তে আমি যে ঐ আলোর মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছি তা আর বলতে পারবো না। (খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা ভক্ত-সাধক সিরিজ (১), পৃষ্ঠা: ১২১)।

খোদাপ্রাপ্তির উপায় হিসাবে খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা (র.) এর বাণী:

- ☐ প্রেমময়কে পাইতে হইলে প্রেমাগ্নিতে আপনাকে আত্মাহুতি দিতে হয়। যতক্ষণ হাস্তির খেয়াল থাকে, যতক্ষণ আত্মজ্ঞান থাকে, ততক্ষণ মাহবুবকে পাওয়া যায় না।
- ☐ যদি তাহাকে পাইতে চাও তবে আপনাকে লুটাইয়া দাও তাহারই ধ্যানে; তাহারই জ্ঞানে দিবারাত্র অতিবাহিত কর; সত্যের আশ্রয় লও, মিথ্যাকে পরিহার কর, অহংভাবকে চিরবিদায় দাও, অশ্রুজলে অপবিত্রতা মলিনতা ধৌত কর, সমগ্র হৃদয়খানি প্রেমময়কে উৎসর্গ কর।
- ☐ অল্প আহারে অল্প বাক্যালাপে অল্প নিদ্রায় সন্তুষ্ট থাক।
- ☐ অপরের উপকার কর, কারও অন্তকরণে ব্যথা দিও না; সবাইকে শ্রেয় মনে কর, অজ্ঞানের নিকট জ্ঞান শিক্ষা কর, মহব্বত বিলাইতে থাক, সকলকে আপন করে লও।
- ☐ সর্বদা অজুর সাথে থাকিতে চেষ্টা করিবে এবং পাকিজা খেয়াল করিবে। কুকার্য ও কুচিন্তায় অজু নষ্ট করিবে না।
- ☐ নিভৃতে চিন্তা করিবে, মধ্য রাত্রিতে তারকা-খচিত আকাশের দিকে তাকাইবে এবং সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিরহস্য ধ্যান করিবে। দেখিবে, এক অজানা মূহুর্তে হৃদয়ের দরজা খুলিয়া গেছে, চিন্তাময় হৃদয়াসন অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন।

(ভক্তের পত্র, পৃষ্ঠা: ৯২-৯৩)।

খোদার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির একটি আবশ্যিক শর্ত হিসাবে তিনি রাছুলুল্লাহ (স.) কে মহব্বতের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, হজরত নবী করিম (স.) এর সন্তোষ উৎপাদন করতে পারলে তিনি তোমাদের জন্য মহাদরবারে খাছ দোয়া করতে পারেন। এ সন্তোষ অর্জনের জন্য তাঁর পরামর্শ হচ্ছে, "আঁ-হজরতের মহব্বতে আপনাকে ডুবাইয়া দিবে, যেন তাঁহার রঙে তোমরা রঞ্জিত হইতে পার। তাঁহার সহিত যাহার মহব্বত নাই, খোদার সহিত তাহার মহব্বত নাই। শয়নে স্বপনে তাঁহাকেই ইয়াদ করিতে হইবে। পাক শরীরে পাক মনে তাঁহাকেই ধ্যান করিতে হইবে। মোট কথা, তাঁহারই হইয়া যাইতে হইবে।" তিনি সতর্ক করে বলেছেন, তাঁর বিনা সুপারিশে কিছুই অর্জন হবে না।

খোদা প্রাপ্তির পথ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করে, রাসুলুল্লাহ (স.) এর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির উপায় জেনে তদনুযায়ী জীবনকে পরিচালনার জন্য যথোপযুক্ত পথপ্রদর্শকের সান্নিধ্য একান্ত প্রয়োজন। সত্যের পরিচয় লাভ করে তদনুযায়ী আমল করা এবং অসত্য বস্তু চিনে তা পরিত্যাগ করা। এই আত্মিক শিক্ষার উপর খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

৪) অধ্যাত্মদর্শন:

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর সামগ্রিক চিন্তা-চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল মহব্বত। তিনি এটিকে তার 'একমাত্র শিক্ষা ও একমাত্র দীক্ষা' বলে চিহ্নিত করেছেন। (আমার শিক্ষা ও দীক্ষা)। এ মহব্বত স্রষ্টার প্রতি আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ, তাঁর সাথে মিলনাকাঙ্খা এবং সৃষ্টের প্রতি ভালোবাসা ও সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করা। তাঁর এই দর্শনের ভিত্তি তিনি গ্রহণ করেছেন খোদার একান্ত সৃষ্টি ও বান্ধব হজরত মোহাম্মদ (স.) এর আদর্শ থেকে। পৃথিবীর বুক হতে সারা কালিমা, সারা কলুষ অন্তর্হিত করে শান্তির পবিত্র আলোক বিস্তার করা এবং একতা ও সাম্যের বর্তিকা লয়ে সারা বিশ্বকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করাকে তিনি জীবনের ব্রত নির্ধারণ করেছেন।

তার নিজের কথায় "হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (স.) এর কওল ও ফেল অনুসরণ করা আমার প্রধান লক্ষ্য। আমার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সকল শ্রেণীকে ধর্ম ও জাতি নির্বিশেষে প্রেমসূত্রে আবদ্ধ করিয়া মহাপ্রভূর উদ্দেশ্য সাধন।" (আমার জীবন ধারা, পৃষ্ঠা: ১২৭)। স্রষ্টার এককত্বে পূর্ণ বিশ্বাস আসলে তাঁর সমগ্র সৃষ্টি ভাতৃবৎ অনুমিত হয় এবং খোদার এই এককত্ব অনুভবের জন্য মহব্বতকে শক্ত ভিতে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। জীবন ধারা বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিশ্বসৃষ্টির জড়-অজড় সকল বস্তুকে তিনি একই পরিবারভুক্ত মনে করতেন এবং সৃষ্টির পরতে পরতে তিনি মহাপ্রভুর অস্তিত্ব অনুভব করতেন। "যখন ক্ষুদ্র ঘাসফুলের মধ্যে অচিন্ত্য শিল্পের পরিচয় পাই, যখন গোলাপের সুগন্ধ মনকে ভরপুর করে, যখন পাতাবাহার দৃষ্টিশক্তিকে হরণ করে, যখন পাখীর কুজন কর্ণকুহরকে তৃপ্ত করে, যখন প্রাতঃকালীন বা সান্ধ্য হিল্লোল শরীরকে শীতল করে, তখন চকিতে দয়াময়ের অফুরন্ত দয়ার কথা মনে পড়ে। (আমার জীবন ধারা, পৃষ্ঠা: ১৩২)।

এই অনুভূতি অর্জন প্রেমসোপানের একটি উল্লেখযোগ্য ধাপ। এটি অর্জনের জন্য নিজের আমিত্ব (স্বীয় হাস্তি) বর্জন করতে হয়। মানুষ যতই আমিত্বকে ত্যাগ করতে পারে ততই তার প্রেমের প্রসার ঘটে। তার প্রেম পরিবার থেকে ক্রমে সমাজ, স্বদেশ, জাতি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে অবশেষে বিশ্বপরিমণ্ডলে ব্যাপৃত হয়। ছোট-বড় সবই তার আদরণীয় হয়, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ চেতন-অচেতন সকল বস্তু তার প্রিয় হয়। জাতি নির্বিশেষে সকলকে তিনি যখন ভালবাসেন এবং খোদার সকল সৃষ্টজীবকে তিনি যখন একই পরিবারভুক্ত মনে করে কাছে টেনে নেন, তখনই তিনি স্রষ্টার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন।

পরমাত্মা-জ্ঞান লাভ মানব জীবনের চরম লক্ষ্য। পরমাত্মা-জ্ঞানের তিনটি মার্গ- জ্ঞান মার্গ, কর্ম মার্গ, প্রেম মার্গ। দর্শনশাস্ত্র জ্ঞানবল দ্বারা ঐশ-জ্ঞান লাভ করে, কর্মী পুরুষ সুকর্ম দ্বারা তাঁকে লাভ করতে চায় আর প্রেমিক আত্ম-জ্ঞান বিসর্জন দিয়ে প্রেমময়ে আত্মসমর্পন করে। তার নিকট প্রেমময়ই একমাত্র কাম্য, একমাত্র লভ্য, একমাত্র লক্ষ্য। বিভু চিন্তাই প্রেমিকের একমাত্র আনন্দের কারণ তিনি সর্ববস্তুতেই তাঁহারই বিভা অনুভব করেন। প্রেমিক প্রকৃতির পটে কেবল প্রেমময়েরই প্রতিভাস দেখে। তিনি প্রেমময়ে লীন হন, তার আত্মবিস্তৃতি জন্মে, সারাক্ষণ পরমাত্মা-চিন্তায় বিভোর থাকেন। একেই অধ্যাত্মজগতে সান্নিধ্যলাভ বলে

এরূপ অবস্থার জলন্ত নমুনা পাওয়া যায় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর জীবন তথ্যে। প্রকৃতির পরতে পরতে তিনি যে মহাপ্রভুর প্রতিভাস অবলোকন করতেন তার অনেক বর্ণনা পাওয়া যায় তার লেখা 'আমার জীবন ধারা' বইয়ের স্মৃতিকথায় এবং ভক্তের পত্র- এর অনেক লিপিতে। 'ভক্তের পত্র' রচনার প্রেক্ষাপট বর্ণনায় তিনি উল্লেখ করেছেন, নিদারুণ সত্যের কঠোর অনুভুতিতে আলোড়িত প্রাণের কথাগুলো তিনি এ ভাব গ্রহণের উপযোগীগণের সাথে বিনিময় করেছেন।

'মাহবুবের উদ্দেশ্যে' নিবেদিত এই পত্র সংকলন থেকে প্রকৃতিতে মহাপ্রভুর প্রতিভাস অনুভবের তিনটি চিত্র এখানে উল্লেখ করা হল।

"গোটা পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন এ ক্ষুদ্র ভুমিখণ্ডে আসিয়া মন কত অভিনব ভাবের লহরী খেলিতেছে। সবচেয়ে সুন্দর এখানকার সহাস্য জোৎস্না, প্রকৃতির ধ্যান গম্ভীর মুর্তি, আর মহাসমুদ্রের আকুল আহবান। অনন্ত বায়ু অসীম বারিধি মাঝে পরম আহলাদে নৃত্য করিতেছে। কিন্তু বায়ুর ন্যায় নিম্মুক্ততা কোথায় পাইব যে, গদ গদভাবে পরম পিতার নাম স্মরণ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইব।" (ভক্তের পত্র, পৃষ্ঠা. ৬০)।

"আজ পৃথিবী জোৎস্না বক্ষে লইয়া কত কেলি করিতেছি। একবার এস, বিস্ফারিত লোচনে মহাপ্রভুর বিচিত্র কৌশল নিরীক্ষণ কর। আমরা আজ লোকালয় হইতে বহুদুরে প্রধাবিত হইয়া কুতুব আওলিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। এখানে আছে হাসি ভরা জোৎস্না, এখানে আছে নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্য, এখানে আছে মহাসমুদ্রের প্রাণভরা ডাক। অনন্ত মহিমার অনন্তছটা দিগদিগন্ত ঘোষণা করিতেছে। (ভক্তের পত্র, পৃষ্ঠাঃ ৬০)।

'এখানকার পক্ষিগণ অতিপ্রত্যূষে কাহার মঙ্গলগীতি গাহিতে থাকে? এখানকার বিল্বপত্র কাহার প্রিয়-সখার পবিত্র নাম বক্ষে অঙ্কিত করে। এখানকার চন্দ্র-সূর্য্য, শরিয়ত ও মারেফতের দ্বার উদঘাটন করে। এখানকার হাসিভরা জোৎস্না বারিধি বক্ষে কত সুখ কেলি করে। এখানকার সখী-সখা কত হর্ষ বুকে লইয়া পূত জলধি জলে অবগাহন করে। এখানকার নিষ্কলঙ্ক পবন সুমধুর তানে মুরলী বাজাইয়া কত তপ্ত বক্ষে কৃষ্ণ গোপীর বিশুদ্ধ লীলার কথা জাগাইয়া দেয়। এখানকার সমস্ত জড়বস্তু অনুকুল হইয়া মহাপ্রভুর আলিঙ্গনে সমুৎসুখ। অনন্তের মহিমা অনন্ত সমুদ্রপটে প্রকটিত। এখাকার নীল নভঃ সদা হৃষ্টচিত্ত, এখানকার নক্ষত্রমণ্ডল আনন্দে বিভোর। এখানকার চন্দ্রিমা বড়ই গর্ব্বিত। এখানকার দিবাকর সন্ধ্যার প্রাক্কালে স্বর্ণথালে স্বর্ণপুষ্প লইয়া প্রিয়তমের সঙ্গলাভ করিতে ছুটিয়া যায়। এখানকার সুশীতল বায়ু একমনে, একতানে দিবারাত্র ব্যঞ্জন করে। (ভক্তের পত্র, পৃষ্ঠাঃ ৬১)।

৫) বিভিন্ন ধর্মদর্শনে স্রষ্টার নৈকট্য অর্জন তত্ত্বঃ

প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মহাপুরুষ এসেছেন তাঁরা সকলেই প্রেমকে প্রেমময়ের সান্নিধ্যলাভের জন্য কার্যকর মাধ্যম হিসাবে চিহ্নিত করে গেছেন। সর্বশেষে হজরত মোহাম্মদ (স.) সর্বদেশের আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর পূর্বে যে সকল মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাঁরা যে সকল পথের নির্দেশ দেন ইছলামের মধ্যে তার অধিকাংশই বিদ্যমান। একারণে কোন ধর্মের, কোন সম্প্রদায়ের বা কোন জাতির প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করা ইছলামে সম্পূর্ণ অবৈধ।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর মতে সকল সৃষ্টি একই খোদার সৃষ্ট। কাজেই সকলের প্রতি সহনশীলতাই মানবের শ্রেষ্ঠ গুণ। তিনি তাঁর রচিত "বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী" বইতে কতিপয় ধর্ম ও মতবাদের মর্মবাণী বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, কিভাবে সকল ধর্মে স্রষ্টাকে ভালোবাসার কথা ঐকতানে উচ্চারিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হলঃ

- "প্রাণপণ না করিলে ঈশ্বর প্রেম লাভ করা যায় না। তোমার সমস্ত মনপ্রাণ সমস্ত হৃদয় দিয়া ঈশ্বরকে ভালবাসিবে।" (যীশু খৃষ্ট)।
- "সকলের মাঝে সেই পরম পিতাকে যিনি দেখিতে পান তিনিই প্রকৃত ধার্মিক।" (গুরু নানক)।
- "জীবমাত্র ভগবানের দাস। ভগবানের সংগে তাহার নিত্য সম্বন্ধ।" (শ্রী চৈতন্যদেব)।
- "নিস্বার্থে মানুষকে নারায়নজ্ঞানে সেবা করিলে চিত্তের মালিন্য দূর হইবে। ক্রমে ঐকান্তিক মুক্তি করায়ত্ত হইবে।" (স্বামী বিবেকানন্দ)।
- সকল সৃষ্ট জীব খোদা তায়ালার একই পরিবারভুক্ত মনে করিবে। তিনি খোদার প্রিয়, যিনি খোদার সৃষ্ট-জীবকে ভালবাসেন।" (হজরত মোহাম্মদ স.)।

প্রত্যেক ধর্মের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে স্রষ্টার সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টি। এর জন্য উপাসনার প্রয়োজন। প্রায় প্রত্যেক ধর্মে উপাসনার নির্দেশ আছে। কিন্তু উপাসনার ধারা বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন রকম। কেহ সাকার উপাসনা করে, কেহ নিরাকার উপাসনা করে। ইছলাম ধর্ম মতে, স্রষ্টার সাথে সৃষ্টের সম্পর্ক সরাসরি। এ ভাবধারায় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) তাঁর ভক্তকে উপদেশ খয়রাত করেছিলেন, সকল ভাবের আধার যে, তাকেই ভাবের কেন্দ্র স্থির কর। দুইজনে মুখোমুখি হয়ে কেবল ভাব বিনিময় করতে থাকবে; তাঁতেই নিজেকে ফানা করে দিবে। (ভক্তের পত্র, পৃষ্ঠাঃ ২৯৫)।

৬) জীবনদর্শনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ - আহ্ছানিয়া মিশনঃ

আমরা নিজে যা করি না, অপরকে প্রায়ই তাই করতে বলি। সুতরাং আমাদের কথায় কোন প্রভাব পড়ে না। বাক্যের দ্বারা খেদমত হয় না, কার্য্যের দ্বারা হয়। মানুষ চায় দৃষ্টান্ত। মানুষ চায় আদর্শ। আফসোসের সুরে এ উচ্চারণ হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর। সারা জীবনের লালিত আদর্শ ও দর্শনকে কাজে পরিণত করার প্রত্যয়ে তিনি স্থাপন করেছিলেন 'আহ্ছানিয়া মিশন'।

'শহর থেকে দূরে মানবের খেদমত করার মানসে' প্রতিষ্ঠিত এ মিশনের উদ্দেশ্যের তালিকায় তিনি উল্লেখ করেছেন- ভ্রাতৃত্ব স্থাপন, দুঃখীর অভাব নিরাকরণ, শিশু ও বয়স্কদের শিক্ষাদান, পরদা সংরক্ষণ, পল্লী উন্নয়ন, ইত্যাদি। তাঁর নিজের ভাষায়, "খেদমত করাই মিশনের একমাত্র কর্তব্য। আমরা খাদেম হইতে ভালবাসি। পীর সাজিয়া অপরের খেদমত গ্রহণ করা অপছন্দ করি। স্থানে স্থানে সেবক সমিতি গঠন করিয়া জনসাধারণের সেবায় জীবনকে নিয়োগ করাই আমাদের অভিপ্রেত --- -- - সাম্য, একতা ও ভ্রাতৃত্ব আমাদের চরম লক্ষ্য। শ্রমিক বেশে রাস্তা তৈয়ারী করিব। --- -- - খাদেম হইয়া মানুষের মন জয় করিব বক্তৃতা দ্বারা নয়, কার্য্যের দ্বারা। আমরা ভিক্ষুক বেশে চাউল কুড়াইয়া দুঃস্থের দেহে কাপড় যোগাইব, --- -- - আমরা প্রেমের পথ দিয়া ছোট-বড় সবাইকে সঙ্গে লইয়া সত্যময়কে অনুসন্ধান করিব।" (আমার শিক্ষা ও দীক্ষা, পৃষ্ঠাঃ ২০)।

আহ্ছানিয়া মিশনের মুলমন্ত্র হিসাবে 'স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা' নির্ধারণে তাঁর যে দর্শন উপর্যুক্ত বাণীতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গবেষক ও প্রবন্ধকার মোহাম্মদ আবদুল মজিদ বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে - "সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ। আর সেই মানুষের বিকাশ সাধনে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখা ছিল তাঁর জীবন সাধনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। --- -- - যদিও রামকৃষ্ণ মিশনের সমাজহিতৈষী কার্যক্রমের সংগে আহ্ছানিয়া মিশনের কার্যক্রমের সাযুজ্য খোঁজার অবকাশ রয়েছে, তথাপি আধ্যাত্মিকতা যেহেতু খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার জীবনদর্শনেরই একটি অংশ, তাই আহ্ছানিয়া মিশনের সমাজসেবামূলক কার্যক্রমকে কেবল জাগতিক কোন কার্যক্রম বলে চিহ্নিত করা যাবে না।" (মোহাম্মদ আবদুল মজিদ; খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা শিক্ষা ও সমাজ চিন্তা, পৃষ্ঠাঃ ৮০, ৮৮)।

স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসা ও তাঁর সাথে সংযোগ সৃষ্টিহেতু রুহের শক্তি প্রসার এবং সমাজ মধ্যে শান্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে মিশন সদস্যদের জন্য তাঁর স্পষ্ট উচ্চারণ:

* সৃষ্টের প্রতি প্রেম না জন্মিলে স্রষ্টার প্রতি প্রেম হয় না।
* নিজেকে মহৎ মনে করিলে জনসাধারণের সহিত গলাগলি মেশামেশি করা যায় না।
* নিজেকে যতক্ষণ ক্ষুদ্র মনে না করা যায় ততক্ষণ ক্ষুদ্রের সহিত মহব্বত জন্মে না।
* খোদার ভক্ত হইতে হইলে সৃষ্ট জীব মাত্রকেই বুকে লইয়া আলিঙ্গন করিতে হইবে।

(আমার জীবন ধারা, পৃষ্ঠাঃ ১১৩)।

* যে কাজ করো খোদার ওয়াস্তে করিও।
* যাহাকে দেখিবে খেয়াল করিবে সে তোমাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

(আমার শিক্ষা ও দীক্ষা, পৃষ্ঠাঃ ২৭)।

* মিশন কোন জাতি ও ধর্মকে হেয় মনে করে না, যেহেতু প্রত্যেক বান্দার মধ্যে খোদার নূর বা শক্তি নিহিত আছে।

(বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী, পৃষ্ঠা: ৪৩)।

জীবনের গতিপথ তিনি চিহ্নিত করেছেন এভাবে, "প্রত্যেক আত্মাকে প্রেম দ্বারা সঞ্জীবিত করে একতা, সমতা ও মৈত্রী বন্ধনে সকল আত্মাকে আবদ্ধ করত বিশ্ব শান্তি সৃষ্টি করাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য। (আমার জীবন ধারা, পৃষ্ঠা: ১৩২)।

আজ বিশ্বে স্থায়ীত্বশীল শান্তি ও উন্নয়নের জন্য অবিরত যে চেষ্টা, তার বাস্তবায়নে তাঁর এই দর্শন ও কর্মপ্রক্রিয়া অত্যন্ত সময়োপযোগী এ বিষয়টি ভাবনায় রেখে আহ্ছানিয়া মিশন তার চলমান কার্যক্রম পর্যালোচনা ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা করতে পারে।

গবেষণা ও রচনা: ড. এম. এহ্ছানুর রহমান
সহযোগী: অনন্ত কুমার মণ্ডল

তথ্যসূত্র:

- খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) রচিত-
  ১) সৃষ্টিতত্ত্ব
  ২) বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী
  ৩) আমার জীবনধারা
  ৪) আমার শিক্ষা ও দীক্ষা
  ৫) আহ্ছানিয়া মিশনের মত ও পথ
  ৬) ছুফী
  ৭) ভক্তের পত্র
- ডা: কাজী আবদুল মোনয়েম রচিত 'আধ্যাত্মিক জীবন'
- মোহাম্মদ আবদুল মজিদ রচিত 'খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা শিক্ষা ও সমাজ চিন্তা'
- আ.স.ম. বাবর আলী সম্পাদিত 'খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ভক্ত-সাধক সিরিজ (১)'

* ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ৬০ বছর পূর্তিতে হীরক জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে গবেষণা প্রকল্পের আধীনে অনুষ্ঠিত প্রথম সেমিনার ২০ জানুয়ারী ২০১৮ রোজ শনিবার সকাল ১০ ঘটিকায় মিশন মিলনায়তনে (মিশন ভবন, বাড়ী- ১৯, রোড- ১২, ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৯ এ) উপস্থাপিত।

সেমিনারের প্যানেল ও অতিথি আলোচকবৃন্দ:

১.	কুরআন তিলাওয়াত	আনওয়ার শাহ
২.	স্বাগত বক্তব্য	আলহাজ্জ ড. এস এম খলিলুর রহমান সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
৩.	গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন	ড. কাজী এম. এহ্ছানুর রহমান নির্বাহী পরিচালক: ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
৪.	বিশেষজ্ঞ আলোচক	ড. মোহম্মদ আবদুল মজিদ ট্রেজারার: ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
৫.	বিশেষ অতিথি আলোচক	ড. গোলাম মঈনউদ্দিন
৬.	মুক্ত আলোচনা	অংশগ্রহণকারীগণ
৭.	প্রধান অতিথি	মাওলানা কবি রূহুল আমীন খান নির্বাহী সম্পাদক: দৈনিক ইনকিলাব
৮.	সভাপতির সমাপনী বক্তব্য	জনাব আলহাজ্জ মো: ইসমাইল মিঞা পরিচালক: আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সূফীজম
৯.	ধন্যবাদ জ্ঞাপন	জনাব আলহাজ্জ কাজী রফিকুল আলম সভাপতি: ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
১০.	উপস্থাপনায়	মুফতী মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী সহকারী অধ্যাপক: আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সূফীজম